



13506 - দোয়া কবুল হওয়ার শর্তগুলো ক'কি; যাতে দোয়াটি আল্লাহর কাছে কবুল হয়

প্রশ্ন

দোয়া কবুল হওয়ার শর্তগুলো ক'কি; যাতে দোয়াটি আল্লাহর কাছে কবুল হয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

দোয়া কবুল হওয়ার বেশকিছু শর্ত রয়েছে। যমেন:

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে না ডাকা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলেন: “যখন প্রার্থনা করবে তখন শুধু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে এবং যখন সাহায্য চাইবে তখন শুধু আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে।”[সুনানে তরিমযি (২৫১৬), আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়তি করছেন]

এটাই হচ্ছে আল্লাহর বাণীর মর্মার্থ “আর নশিচয় মসজদিসমূহ আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকে না।”[সূরা জন্, আয়াত: ১৮] দোয়ার শর্তগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ শর্ত পূরণ না হলে কোন দোয়া কবুল হবে না, কোন আমল গৃহীত হবে না। অনেকে মানুষ রয়েছে যারা নজিদের মাঝে ও আল্লাহর মাঝে মৃতব্যক্তদিকের মাধ্যম বানিয়ে তাদরেক ডাকে। তাদরে ধারণা যহেতু তারা পাপী ও গুনাহগার, আল্লাহর কাছে তাদরে কোন মর্যাদা নেই; তাই এসব নকেকার লোকেরো তাদরেক আল্লাহর নকৈট্য হাছলি করিয়ে দবি এবং তাদরে মাঝে ও আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতা করবে। এ বশ্বাসরে কারণে তারা এদরে মধ্যস্থতা ধরে এবং আল্লাহর পরবির্তে এ মৃতব্যক্তদিকের ডাকে। অথচ আল্লাহ বলেছেন: “আর আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (তখন আপনি বলে দিন) নশিচয় আমি নিকটবর্তী। দোয়াকারী যখন আমাকে ডাকে তখন আমি ডাকে সাড়া দহি।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৬]

২. শরিয়ত অনুমোদতি কোন একটি মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে ওসলিা দয়ো।

৩. দোয়ার ফলাফল প্রাপ্ততি তাড়াহুড়া না করা। তাড়াহুড়া করা দোয়া কবুলরে ক্ষতেরে বড় বাধা। হাদসিে এসছে, “তোমাদরে কারো দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সতে তাড়াহুড়া করে বলে য: “আমি দোয়া করছে; কনিত্তু, আমার দোয়া কবুল হয়নি”[সহিহ বুখারী (৬৩৪০) ও সহিহ মুসলমি (২৭৩৫)]

সহিহ মুসলমি (২৭৩৬) আরও এসছে- “বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা কোন



পাপ নিয়ে কথিবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিয়ে দোয়া করে। বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া না করে। জিজ্ঞাসে করা হল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাড়াহুড়া বলতে কী বুঝাচ্ছেন? তিনি বললেন: বল যে, আমি দোয়া করছি, আমি দোয়া করছি; কিন্তু আমার দোয়া কবুল হতে দেখিনি। তখন সে ব্যক্তি উদ্যম হারিয়ে ফলে এবং দোয়া ছড়ে দেয়।”

৪. দোয়ার মধ্যে পাপেরে কিছু না থাকা। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিয়ে দোয়া না হওয়া; যমেনটি ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদিসে এসেছে- “বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা কোন পাপ নিয়ে কথিবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিয়ে দোয়া করে।”

৫. আল্লাহর প্রতিভাল ধারণা নিয়ে দোয়া করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমার বান্দা আমার প্রতি যমেন ধারণা করে আমি তমেন।’ [সহিহ বুখারী (৭৪০৫) ও সহিহ মুসলিম (৪৬৭৫)] আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে, “তোমরা দোয়া কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস (একীন) নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া কর।” [সুনানে তরিমযি, আলাবানী সহিহুল জামে গ্রন্থে (২৪৫) হাদিসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়তি করছেন]

তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিভাল ধারণা পোষণ করে আল্লাহ তার উপর প্রভূত কল্যাণ ঢলে দেন, তাকে উত্তম অনুগ্রহে ভূষিত করেন, উত্তম অনুকম্পা ও দান তার উপর ছড়িয়ে দেন।

৬. দোয়াতে মনোযোগ থাকা। দোয়াকালে দোয়াকারীর মনোযোগ থাকবে এবং যাঁর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে তাঁর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব অন্তরে জাগ্রত রাখবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তোমরা জনে রাখ, আল্লাহ কোন উদাসীন অন্তরে দোয়া কবুল করেন না।” [সুনানে তরিমযি (৩৪৭৯), সহিহুল জামে (২৪৫) গ্রন্থে শাইখ আলবানী হাদিসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়তি করছেন]

৭. খাদ্য পবতির (হালাল) হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আল্লাহ তও কেবেল মুতাকীদরে থেকেই কবুল করেন।” [সূরা মায়দো, আয়াত: ২৭] এ কারণে যে ব্যক্তির পানাহার ও পরধিয়ে হারাম সে ব্যক্তির দোয়া কবুল হওয়াকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদূরপর্যন্ত বিবেচনা করছেন। হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যিনি দীর্ঘ সফর করছেন, মাথার চুল উস্কুখুস্ক হয়ে আছে; তিনি আসমানের দিকে হাত তুলে বলেন: ইয়া রব্ব, ইয়া রব্ব! কিন্তু, তার খাবার-খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরধিয়ে হারাম, সে হারাম খেয়ে পরপিস্ট হয়েছে তাহলে এমন ব্যক্তির দোয়া কভিবে কবুল হবে? [সহিহ মুসলিম, (১০১৫)]

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলেন, হারাম ভক্ষণ করা দোয়ার শক্তিকে নষ্ট করে দেয় ও দুর্বল করে দেয়।

৮. দোয়ার ক্ষত্রে কোন সীমালঙ্ঘন না করা। কোননা আল্লাহ তাআলা দোয়ার মধ্যে সীমালঙ্ঘন করাটা অপছন্দ করেন।



আল্লাহ তাআলা বলেন, “তোমরা বনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের রবকে ডাক; নশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৫]

৯. ফরয আমল বাদ দিয়ে দেয়াতে মশগুল না হওয়া। যমেন, ফরয নামাযেরে ওয়াক্তে ফরয নামায বাদ দিয়ে দেয়া করা কহিবা দেয়া করতে গিয়ে মাতাপতির অধিকার ক্শুণ্ণ করা। খুব সম্ভব বশিষ্টি ইবাদতগুজার জুরাইজ (রহঃ) এর কাহিনী থেকে এ ইঙ্গতি পাওয়া যায়। কারণ জুরাইজ (রহঃ) তার মায়েরে ডাকে সাড়া না দিয়ে ইবাদতে মশগুল থেকেছেন। ফলে মা তাকে বদদেয়া করেন; এতে করে জুরাইজ (রহঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠনি পরীক্ষার সম্মুখীন হন।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, আলমেগণ বলছেন: এতে প্রমাণ রয়েছে যে, জুরাইজেরে জন্য সঠকি ছলি মায়েরে ডাকে সাড়া দেয়া। কেননা তিনি নফল নামায আদায় করছিলেন। নফল নামায চালিয়ে যাওয়াটা হচ্ছ- নফল কাজ; ফরয নয়। আর মায়েরে ডাকে সাড়া দেয়া ওয়াজবি এবং মায়েরে অবাধ্য হওয়া হারাম....”[শারহু সহহি মুসলমি (১৬/৮২)]

আরও অধকি জানতে মুহাম্মদ বনি ইব্রাহমি আল-হামাদ রচতি ‘আল-দুআ’ নামক বইটি দেখুন।